দীর্ঘ কবিতায়

পিতা

তুমি

দীর্ঘ কবিতায়

পিতা

তুমি

দুখু বাঙাল
সম্পাদিত

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
১৪২৭ বঙ্গাব্দ : মুজিববর্ষ-২০২০

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক : রফিক জীবন
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : ফাতেমা জোহরা

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৬০০.০০ টাকা

Dirgho Kobitay Pita Tumi : Father! You are in long poem
Edited by **Dukhu Bangal**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970

e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : Mujib Year-2020

Price : 600.00
US $ 40

ISBN 978 984 95102 1 5

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে

০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

বাংলা ভাষাভাষী সকল তরুণের প্রতি

সম্পাদকের কথা

জীবন ও জগৎকে দেখার শৈল্পিক অভিব্যক্তি থেকে জন্ম নেয় যে কবিতার তা মানুষের মৌলিক আচরণের একটি। বিজ্ঞানমনস্ক পৃথিবীতে কবিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও অন্তিমে প্রলয়-পরবর্তীতে সৃষ্টিবিলয়ে কবিতাই হয়তো সুন্দরতম সৃষ্টি হয়ে ঘোষণা করবে আপন অনিবার্যতা; যেমনটা সৃষ্টির উষালগ্নে সকল সৃষ্টিশূন্যতায় একমাত্র কবিতাই ছিল মহৎ সৃষ্টি। দেহ ও আত্মা, মানবজীবনের এই দুই সত্তাই সমানভাবে বেগবান। দেহের জন্য চাই খাদ্য-পানীয়, আত্মার জন্য শিল্পরস; যার অভাবে আত্মা শুকিয়ে যায়— আত্মার মৃত্যু ঘটে। মৃত আত্মা নিয়ে বেঁচে থাকা ভয়ংকর, নিজের কাঁধে নিজের শবদেহ বয়ে চলার সমান। কাব্যরসে আত্মার তৃষ্ণায় জগৎসংসারে ফিরে আসে প্রাণের স্পন্দন। এগিয়ে চলে সভ্যতা। সময় রাজরাজড়াদের তোয়াজ করে না, কবিকে করে। প্রসারিতবোধের এই সৃষ্টিসত্তায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কীভাবে আমাদের কবিদের কবিতায় বিস্তৃত হতে থাকেন— তাই আজ আমাদের পঠনীয় বিষয়, তা আবার দীর্ঘ কবিতায়।

চড়াই-উতরাই পেরোনো দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের বাঁকে বাঁকে দাঁড়িয়ে দেওয়া ভাষণ এবং অনেক রক্তস্রোতে রচিত বাঙালির জাতিভিত্তিক স্বদেশভূমি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। অতঃপর সুস্থিত উজ্জ্বল হাসির এক জাতি। ভাষণদাতা কালপরিক্রমায় বঙ্গজননীর ভূমিপুত্রদের উত্তরাধিকার শত-শতাব্দীকাল লাঞ্ছিত-বঞ্চিত, শোষিত-নিপীড়িত ও আত্মপরিচয় সংকটে জর্জরিত বাঙালিনামক এক জনগোষ্ঠীর চিরদিনের আপনজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কেউ কেউ বলে থাকেন একাত্তরে বাঙালির জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে কি বাঙালি ছিল না? 'যে সবে বঙ্গে তে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী, সে সবে কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।' প্রায় সাড়ে তিনশো বছর পূর্বে বঙ্গের অমর কবি আবদুল হাকিম (১৬২০–১৬৯০)-এর হাতে 'জন্ম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে গুরুতর ব্যঞ্জনা ও অশেষ ক্ষুব্ধতায়। তাঁর বঙ্গবাণী কবিতাখানি বা এই কবিতায় উদ্ধৃত লাইন দুটি কেবল বাংলা ভাষাভাষী

জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষার প্রতি অনীহা বা অবজ্ঞাই প্রকাশ পায় না, বরং বিশাল এক জনপদের ভূ-সন্তানদের জাতি ও জাতিসত্তার প্রতিও বিস্তৃত হতে থাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা। এই অবজ্ঞার শিকার অবিন্যস্ত বিশৃঙ্খল এবং পথহারা ম্লানমুখো মানবগোষ্ঠীই ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের আবিষ্কার ও উদ্ধারের বিষয়।

মনে রাখতে হবে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি (১২০৪ খ্রি.) থেকে নবাব সিরাজউদ্দৌলা (১৭৫৭ খ্রি.) এবং তৎপরবর্তী সময় পর্যন্ত প্রায় পৌনে ছয়শত বছর (সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের দ্রোহী ও অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাদখলকারী মন্ত্রী রাজা গণেশ ও তাঁর দুই পুত্র সুলতান জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ যদু ও মহেন্দ্রদেব এবং জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ যদুর পুত্র শামসুদ্দীন আহমেদ শাহ— যাঁরা দেশীয় শাসক হিসেবে পরিচিত, তাঁদের স্বল্পকালীন সময় বাদ দিয়ে) এই জনপদের রাজদণ্ড বা শাসনদণ্ড দুই-ই ছিল মুসলিম শক্তির হাতে। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ কর্তৃক রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলা সনের স্বীকৃতি ও প্রচলন (রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে দিল্লির মোগল দরবারের অনুমোদনসাপেক্ষে) ও রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার স্বার্থে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যাপক বিস্তার এবং মুসলমান শাসকদের বাতাসে ভেসে বেড়ানো শাহি খাবারের ঘ্রাণগ্রহণ ছাড়া আর কারও কাছ থেকে এখানকার অধিবাসীরা কিছু পেয়েছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না।

প্রাক-সাতচল্লিশে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে ব্রিটিশশক্তির চাতুর্যে 'ধর্ম' হয়ে উঠল এক রাজনৈতিক বিভাজনের মুখ্য হাতিয়ার। সমকালীন পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে মুহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতিতত্ত্বের টোপ গিলে স্বাধীনতার নামে ভারতভূমি বিভক্ত হলো বটে; কিন্তু বিস্তৃত হতে থাকল বিভেদ ও বিদ্বেষের উত্তরাধিকার, যা আজও বহমান। পূর্ববঙ্গের সন্তান তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সংখ্যালঘুত্বের নামে আপন সম্প্রদায়কে এগিয়ে নেওয়ার স্বার্থে মুসলিম লীগের প্রবীণ নেতৃবৃন্দকে অনুসরণ করলেও সাতচল্লিশের অব্যবহিত পরে প্রথমেই পূর্ববঙ্গবাসীর ভাষার প্রশ্নে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বৈরী ও শোষণমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ ও অন্যান্যদের সঙ্গে রুখে দাঁড়ান। এক ঔপনিবেশিক শক্তির নিগড় থেকে সদ্যমুক্ত স্বদেশভূমি যে আরেক আধা-ঔপনিবেশিক শক্তির জাঁতাকলে আপন ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার শিকার, তা বুঝে উঠতে এই তরুণ নেতার বিলম্ব হলো না। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট গঠন, আটান্নর সামরিক

শাসনবিরোধী আন্দোলন, ছেষট্টির ৬ দফা, উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত এ দেশের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রাম আবর্তিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করলে পরবর্তীতে স্বল্প সময়ের মধ্যেই যা হয়ে ওঠে গণমানুষের মুক্তির সনদ। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠতে থাকলেন বাঙালির সকল আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যমণি। তাঁর ওপর নেমে আসতে থাকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর জেল-জুলুম ও নানাবিধ হয়রানি ও অত্যাচার। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার উত্তাল আন্দোলনের দিনে শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে উঠলেন অবিসংবাদিত নেতা এবং বাঙালির আপনজন 'বঙ্গবন্ধু'।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর মাহেন্দ্রক্ষণ মুজিববর্ষ অতিক্রম করছি আমরা। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ও বিস্তারের ভয়াবহতার কারণে তার জন্মদিন ১৭ মার্চের অনুষ্ঠান উৎসবে সীমাবদ্ধতা আনা হলেও বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনটি বাঙালির আবেগ ও আনন্দের দিন। একদিন থেমে যাবে কোভিড-১৯ এবং বাঙালি তার জাতির পিতার জন্মোৎসবে মেতে উঠবে এটাই প্রত্যাশা। বাঙালির জীবনে ভিন্ন ক্ষেত্র ও প্রেক্ষাপটে মহত্তম প্রতিভার বিকাশ ঘটলেও ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে জাতিভিত্তিক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠনে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা একদমই অতুলনীয় এবং অনন্য। ভারতবর্ষে অহমিয়া, কাশ্মীরি, পাঞ্জাবি, বেলুচি, তামিল, তেলেগু, মারাঠিসহ অনেক জাতির অস্তিত্ব থাকলেও বাঙালিই কেবল স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিকারী। মনে রাখতে হবে বঙ্গবন্ধুর হাতেই ঘটেছে নিজ দেশে পরবাসী, পরভাষী বাঙালির আত্মপরিচয় সংকটের অবমোচন; যে কারণে তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালির জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং বাঙালি জাতির পিতা।

সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও পাকিস্তানি শাসকচক্র ক্ষমতা হস্তান্তরে তালবাহানা শুরু করলে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন; যা ছিল স্বাধীনতাযুদ্ধের পূর্বপ্রস্তুতি। ১৯৭১-এর ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) মানব-ইতিহাসের বিশাল জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।' অতঃপর বাঙালি প্রবলবেগে ধাবিত হতে থাকে স্বাধীনতার রক্তাক্ত মোহনায়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী শুরু করে গণহত্যা। ২৬ তারিখ প্রত্যুষে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দেন স্বাধীনতার।

শুরু হয় স্বাধীনতার সশস্ত্র লড়াই। এরই ধারাবাহিকতায় নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহিদ আর দুই লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয় চূড়ান্ত বিজয়। কিন্তু বিস্ময়কর হলো বাঙালি আজও মনে করে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণই স্বাধীনতার ঘোষণা। আমেরিকার আন্তর্জাতিক সাময়িকী নিউজউইক তাদের পরবর্তী সংখ্যা (৫ এপ্রিল ১৯৭১) প্রচ্ছদ নিবন্ধে বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' বলে আখ্যায়িত করে। লেখক ও ইতিহাসবিদ Jacob F. Field-এর বিশ্বসেরা ভাষণ নিয়ে লেখা— We shall Fight on Beaches; The Speeches That Inspried History গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হওয়া অতুলনীয় এই ভাষণকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিক ও ইতিহাসবিদদের মতে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ভাষণ বলে অভিহিত করেন।

রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা অর্জনে থাকে বিধ্বস্তের সমূহ আলামত। পূর্বপ্রস্তুতিহীনতা ও সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নতুন দেশকে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হয় রাষ্ট্রগঠন ও জাতিগঠনের কাজে। সংবিধান প্রণয়ন, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনসহ থাকে নানাবিধ জরুরি তাগিদ। মাত্র সাড়ে তিন বছরের রাষ্ট্রপরিচালনায় বঙ্গবন্ধু সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ও যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে ১৩১টি দেশের স্বীকৃতি আদায় এবং জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার কৃতিত্বসহ অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে যে অবস্থানে নিয়ে যান, তা মর্যাদাকর এবং অতুলনীয়। সংবিধান প্রণয়নের মতো দুরূহ কাজ সম্পাদনে পাকিস্তানের লেগেছিল নয় বছর, বঙ্গবন্ধু মাত্র নয় মাসের মধ্যেই দেশ ও জাতিকে সকল মানুষের বসবাসযোগ্য একখানি সংবিধান উপহার দেন। শোষিত আর শাসিতের পৃথিবীতে বঙ্গবন্ধু উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন তিনি শোষিতের পক্ষের। পাকিস্তান গণপরিষদে বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে বাঙালির দাবিদাওয়াসহ পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের মানুষের সমস্যাদি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাও বলতে ভুলতেন না। তাঁর উত্তোলিত তর্জনীর 'আর যদি একটি গুলি চলে' হুঁশিয়ারির মাধ্যমে তিনি কেবল নিজ দেশেই নন— হয়ে উঠলেন এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকাসহ সারা দুনিয়ার মানুষের অনুপ্রেরণা ও ভরসাস্থলে।

জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে আনন্দের মধ্যেও আমাদের তন্ত্রীতে বেজে ওঠে সকরুণ সুর। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির মদতে কতিপয় বিশ্বাসঘাতক সেনাসদস্য পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট মধ্যরাতে বাংলাদেশের ললাটে লেপটে দিয়েছে এক অমোচনীয় কলঙ্ক। এই খুনিচক্র আজ ঐতিহাসিকভাবে নিন্দিত ও নিশ্চিহ্ন। তাদের অনেকের মৃত্যুদণ্ডাদেশ

কার্যকর করা গেলেও কেউ কেউ ফেরারি হয়ে বিদেশবিভুঁইয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। দেশে-বিদেশে সামাজিকভাবে এরা মৃতও। এভাবেই এই খুনিচক্র আরেকবার হয়ে উঠল ইতিহাসের গালি— মিরজাফর। বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠলেন স্রোতোবাহী নদী, যাঁর ধারা নিরন্তর প্রবাহমান। এই জাতির প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এই ভেবে বিস্মিত হবে যে বঙ্গবন্ধুর সৃষ্ট দেশে বঙ্গবন্ধুকে খুন করার পর দীর্ঘদিন তাঁর নাম উচ্চারণ করা যেত না, বলা যেত না মুক্তিযুদ্ধের কথা। জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন শিশুবান্ধব এক মহান পিতা। তাঁর জন্মদিন ১৭ মার্চ জাতীয় শিশুদিবস— শিশুদের আনন্দ উপযোগী করে পালন করা হয় দিনটি।

কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পাক্ষিক প্রকাশনা *দেশ* পত্রিকা রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে ১৭ মার্চ ২০১৯-এর সংখ্যায় 'বঙ্গবন্ধু ও বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন...' সম্পাদকীয় শেষ করেছে এই বলে 'মুক্তির ধারণা সব সময়ে উপনিবেশতন্ত্রের মধ্যে নিহিত থাকে। মুক্তিকামী মানুষের মননে ধর্ম মুখ্য নয়, গৌণ। মানবমুক্তি এবং তার স্বাধীনতাই সেখানে প্রথম ও শেষ কথা। বঙ্গবন্ধু এ মতবাদের সার্থক প্রতিভূ। মহান এই রাষ্ট্রনায়কের জন্মশতবর্ষের প্রাক্কালে প্রয়োজন তাঁর আদর্শের যথার্থ মূল্যায়ন এবং তা করতে পারলে বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন, সকলে এক হতে পারবে— এ আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।' 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে' গানে বাংলাদেশ নামটি ঠিক থাকলেও রবীন্দ্রনাথের এই বাংলাদেশ আর আজকের বাংলাদেশের বাস্তবতা এক নয়। বিভক্তি যে ছাড়ছেই না বাঙালিকে। যদিও সদ্যস্বাধীন ভূখণ্ডের স্থপতি দূরদর্শী শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দেশের নামকরণে পূর্ব-পশ্চিম না ভেবে, নাম রাখলেন— 'বাংলাদেশ'। এই তথাস্তু নামকরণের ব্যাপকতা ও সমগ্রতা সুদূরপ্রসারী ও বিস্ময়কর। বাংলাদেশের বাঙালির কাছে জাতি ও জাতীয়তা যে অর্থ বহন করে, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির কাছে তা করে না। বাঙালির নববর্ষ ১ বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন ২৫ বৈশাখ, নজরুলের জন্মদিন ১১ জ্যৈষ্ঠ একই দিনে অনুষ্ঠিত হয় না বা হওয়ার সুযোগও থাকে না। এ যেন আমাদের হাতে এক রবীন্দ্রনাথ জন্মলাভ করেন দুই দিনে দুবার। অথবা বলা যায় একজন নজরুলের প্রয়াণ ঘটে দুই দিনে দুবার। হালখাতা, পঞ্জিকা, বাংলা ক্যালেন্ডার— এগুলো বাঙালি জীবনের প্রতিদিনকার দালিলিক অনুষঙ্গ যা রচিত হয়ে যাচ্ছে দুইভাবে; বাঙালির মূল জায়গাগুলোয় শুধু ক্ষত আর খণ্ডন। জার্মান জাতির প্রাচীর ভেঙে পড়েছে সেই কবে। বঙ্গবন্ধুর মতো সাহসী ও দূরদর্শী নেতার সাহস ও দূরদর্শিতায় ভর করে বাঙালির অন্তরে জাগ্রত ও প্লাবিত হবে

মিলনের বাসনা এটাই স্বাভাবিক।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এ যাবৎ অজস্র কবিতা লেখা হলেও, দীর্ঘ কবিতায় তাঁকে তুলে ধরবার উদ্যোগ এই প্রথম। দীর্ঘ কবিতা যে সচরাচর লেখা হয়ে যায়, এমনটাও নয়। জাতির জনককে নিয়ে আমাদের অনেক কবির হাতেই অকৃপণভাবে রচিত হয়েছে অনেক দীর্ঘ কবিতা। কমপক্ষে দুই পৃষ্ঠার কবিতাকে দীর্ঘ কবিতা ভাবা হলেও, এই সারিতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বন্ধু', আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'বঙ্গবন্ধু'কে এবং রফিক আজাদের 'এই সিঁড়ি' কবিতা তিনখানি লক্ষণীয়ভাবে ব্যতিক্রম। বঙ্গবন্ধু খুন হওয়ার পর সমকালীন প্রেক্ষাপটে রচিত কবিতাত্রয়ের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুধাবনে এবং তাঁদের মধ্যে দুজন মৃত এবং একজন বিদেশে বসবাস করায় দীর্ঘ কবিতা প্রাপ্তির সুযোগ না থাকায়, আশা করি পাঠক ব্যতিক্রমটুকুন মেনে নেবেন। আমরা বেশিরভাগ কবিতা সংগ্রহ করেছি বিভিন্ন সংকলন ও পুস্তকাদি থেকে। বাকি লেখা পেয়েছি কবিদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। সংকলন ও বইয়ের কবিতায় কোথাও কোথাও ভুল বানান, ভুল শব্দ ব্যবহার ও পঙ্‌ক্তি বা চরণের এলোমেলো উপস্থিতি পরিলক্ষিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কবির সঙ্গে যোগাযোগ করে সঠিকভাবে কবিতাটি উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। কবিদের প্রতি সম্মান রেখে তাঁদের একই শব্দের আলাদা আলাদা বানানের বৈষম্য দূর করা হয়েছে বানানরীতির সর্বশেষ সাদৃশ্য বজায় রেখে। এতৎসত্ত্বেও কোনো ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। যে সকল কবির কবিতায় সমৃদ্ধ এই সংকলন, তাঁদের সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আশা করি পাঠক, আবৃত্তিকার ও শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে গ্রন্থটি সমাদৃত হবে।

১৫ আগস্ট ২০২০ দুখু বাঙাল
পানসি
১১৬/১, বিকে মেইন রোড
খুলনা– ৯১০০

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	কবির নাম	কবিতা	পৃষ্ঠা
১	জসীমউদ্‌দীন	বঙ্গবন্ধু	১৭
২	প্রেমেন্দ্র মিত্র	বন্ধু	২০
৩	নৃপেন চক্রবর্তী	বঙ্গবন্ধু	২১
৪	রণেশ দাশগুপ্ত	জাগরূক	২৩
৫	শওকত ওসমান	১৫ আগস্টের এলিজি	২৮
৬	সিকান্দার আবু জাফর	সে নাম মুজিব	৩০
৭	সন্তোষ গুপ্ত	রক্তাক্ত প্রচ্ছদের কাহিনি	৩২
৮	জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী	এসো বন্ধু কাছে এসে বসো	৩৫
৯	শামসুর রাহমান	ধন্য সেই পুরুষ	৩৭
১০	হাসান হাফিজুর রহমান	তুমি অবিনাশ	৩৯
১১	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা	৪১
১২	আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী	বঙ্গবন্ধুকে	৪৫
১৩	সৈয়দ শামসুল হক	আমার পরিচয়	৪৬
১৪	তারাপদ রায়	ঘরে ফিরছে মানুষ	৪৮
১৫	খালেদা এদিব চৌধুরী	বঙ্গবন্ধু উজ্জ্বল এই চেতনায়	৫১
১৬	বেলাল চৌধুরী	মানব মহান	৫৩
১৭	রফিক আজাদ	এই সিঁড়ি	৫৫
১৮	রবিউল হুসাইন	তাঁকে মনে নিয়ে	৫৬
১৯	আসাদ চৌধুরী	এ কেমন জন্মদিন	৫৮

ক্রমিক নং	কবির নাম	কবিতা	পৃষ্ঠা
২০	মহাদেব সাহা	আমি কি বলতে পেরেছিলাম	৬০
২১	নির্মলেন্দু গুণ	স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো	৬৩
২২	আখতার হুসেন	আজ থেকে তুই নিজে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর	৬৫
২৩	রুবী রহমান	বাংলার প্রমিথিউস	৬৮
২৪	নূহ-উল-আলম লেনিন	ভালোবাসার জাদুকর	৭০
২৫	হুমায়ুন আজাদ	খোকনের সানগ্লাস	৭২
২৬	মাকিদ হায়দার	হৃদপুরে	৭৪
২৭	হারুন হাবীব	স্বদেশ পদাবলি	৭৬
২৮	বেবী মওদুদ	অন্তরে বাহিরে	৭৮
২৯	হাবীবুল্লাহ সিরাজী	যুগল কবিতায় বঙ্গবন্ধু	৮০
৩০	অসীম সাহা	যদি রাজদণ্ড দাও	৮৩
৩১	জাহিদুল হক	আপনি ফিরে আসবেন কবে	৮৬
৩২	কাজী রোজী	স্মৃতি জাদুঘর	৮৮
৩৩	মুহম্মদ নূরুল হুদা	পনেরো আগস্ট	৯০
৩৪	রবীন্দ্র গোপ	আমার বুকে অর্ধনমিত পতাকা	৯৪
৩৫	দাউদ হায়দার	তুমি নেই বলে	৯৬
৩৬	শিহাব সরকার	তেমন বিশাল পতাকা	৯৯
৩৭	ইকবাল হাসান	আমাদের ক্ষমা করবেন পিতা	১০১
৩৮	নাসির আহমেদ	কালের সীমানা পার হয়ে	১০৩
৩৯	ত্রিদিব দস্তিদার	বাংলাদেশের হৃদয়-পতাকা কাঁদে	১০৯
৪০	খালেক বিন জয়েনউদ্‌দীন	আগস্টের এক নির্মম ধলপ্রহরে	১১১
৪১	সোহরাব হাসান	পনেরোই আগস্ট	১১৩
৪২	মুহম্মদ সামাদ	শাপমুক্তি	১১৫
৪৩	গোলাম কিবরিয়া পিনু	তোমার প্রজ্বলিত আগুন	১১৭
৪৪	কামাল চৌধুরী	টুঙ্গিপাড়া গ্রাম থেকে	১১৯

ক্রমিক নং	কবির নাম	কবিতা	পৃষ্ঠা
৪৫	আসাদ মান্নান	তিনি পিতা বাঙালির	১২১
৪৬	দুখু বাঙাল	সোনার কবজ	১২৪
৪৭	সোহরাব পাশা	এমন মৃত্যু কখনো দেখেনি বাংলাদেশ	১২৮
৪৮	সুবল বিশ্বাস	আমাদের দেখা হলো না কিছুই	১৩০
৪৯	রফিকুর রশীদ	টুঙ্গিপাড়া	১৩৪
৫০	আসলাম সানী	ট্র্যাজেডি কাহন	১৩৭
৫১	সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল	প্রতিবেশী	১৩৯
৫২	জাফর ওয়াজেদ	ঘরে ঘরে শেখ মুজিব	১৪১
৫৩	ফারুক নওয়াজ	অন্যরকম রাজা	১৪৩
৫৪	সুজন বড়ুয়া	আমাদের জন্য তিনি	১৪৮
৫৫	রহীম শাহ	আত্মপরিচয়	১৫০
৫৬	মিনার মনসুর	নিষিদ্ধ সংলাপ	১৫২
৫৭	ফারুক হোসেন	বঙ্গবন্ধুর কারাজীবন	১৫৫
৫৮	আরিফ মঈনুদ্দীন	জনকের কাব্যকথা	১৫৮
৫৯	লুৎফর রহমান রিটন	জন্মদিনে বঙ্গবন্ধু	১৬৩
৬০	দীলতাজ রহমান	বঙ্গবন্ধু	১৬৫
৬১	আলফ্রেড যোশেফ	সেই মানুষটি কত বড় ছিলেন	১৬৭
৬২	মারুফুল ইসলাম	বঙ্গবন্ধু	১৬৯
৬৩	সন্তোষ ঢালী	পিতা	১৭১
৬৪	আশরাফুল আলম পিনটু	বাঙালির রাজা মানুষের রাজা	১৭৩
৬৫	আমীরুল ইসলাম	শতবর্ষে বঙ্গবন্ধু	১৭৫
৬৬	আনিসুল হক	মানুষ জাগবে ফের	১৭৭
৬৭	আনজীর লিটন	স্বাধীনতা	১৭৯
৬৮	তারিক সুজাত	মাতৃভূমি, কী যেন তোমার নাম ছিল?	১৮২
৬৯	ধ্রুব এষ	মনে করে তাঁকে	১৮৪

ক্রমিক নং	কবির নাম	কবিতা	পৃষ্ঠা
৭০	প্রত্যয় জসীম	মুজিবনামা	১৮৬
৭১	মিলন সব্যসাচী	জন্মশতবর্ষ শ্রদ্ধাঞ্জলি	১৮৯